তারিখ 10 FEB 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

দৈনিক
ইত্তেফাক

ইবিতে জনবল নিয়োগ ও টেন্ডারে অনিয়ম

ইউজিসির তদন্ত রিপোর্ট আড়াই মাস ধরে মন্ত্রণালয়ে

■ মোস্তাফিজুর রহমান মঞ্জু, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা উপেক্ষা ও টেন্ডারে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে ইউজিসির তদন্তেও অনিয়ম-দুর্নীতির সত্যতা মিলেছে। এ তদন্ত প্রতিবেদন ও কিছু সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে ইউজিসি।

এদিকে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন, আড়াই মাস ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঝুলে আছে ওই তদন্ত প্রতিবেদন। একটি মহল প্রতিবেদনটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ২০১৪ সালের ২৩ মার্চ ইউজিসি দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি এবং পরবর্তীতে একই বছরের ৬ এপ্রিল তিন সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির সদস্যরা ২০১৫ সালের ২৩ নভেম্বর শিক্ষা সচিবের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিসি প্রফেসর ড. আব্দুল হাকিম সরকার নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিজ স্ত্রীকে চাকরি প্রদান, নিয়ম বহির্ভূতভাবে কল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ উত্তোলন, গাড়ির জ্বালানি-তেল ব্যবহারে অনিয়ম এবং ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই দুটি পদে দুই জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ৪০ জন অতিরিক্ত জনবল নিয়োগসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতি করেছেন। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল জনবল নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম সরকার অনিয়ম তদন্তে ইউজিসির তদন্ত কমিটি গঠন ও ওই কমিটির তরফ থেকে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করার কথা স্বীকার করেন। তবে কমিটির জমা দেয়া তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান।